বিজ্ঞ সি.এম.এম মহোদয়ের আদালত, ঢাকা

সূত্রঃ সি.আর মামলা নং-   /২০২৫ (এম.এম আদালত নং-   , রমনা)

ধারাঃ ৪২০/৪০৬/৪০৯/৩৭৯/৫০৬(২)/১০৯ দঃ বিঃ ।

(১) মোরাদ শাকার (৫৫)

পিতা-ইব্রহীম শাকার

মাতা-তৌবা হাবিবি

জন্ম তারিখঃ ০৬.০৯.১৯৬৯

জাতীয়তা-ইরানি বর্তমানে (ইউএসএ নাগরীক)

বর্তমান সাং-২৯০৭ লোমিস সড়ক হোনলুলু এইচ আই ৯৬৮২২, ইউএসএ।

(২) মোঃ আবির হেসেন (২১)

পিতা মোঃ আনোয়ার হোসেন

মাতা-সালমা বেগম

জন্ম তারিখঃ ০১.০১.২০০৪

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-১০৪০৪১৮২৬৯

ঠিকানা- হোল্ডিং নং-২৩৪, গ্রাম-মিত্তি বাড়ী রোড, বড় দেওড়া, ডাকঘর-নিশাত নগর-১৭১১, টঙ্গী, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর।

-------------------------- বাদীগণ।

বনাম

(১) মোঃ শাহেদ আনোয়ার স্বাধীন (২১)

(সাবেক টিম লিডার, **"Shakar international scholarship programmes-SISP")**

পিতা- শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম

মাতা-শাহনাজ পারভীন

পাসপোর্ট নম্বর ঃ এ০৮৭৬০৪৭৩

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ৯৫৯০৬৪৫২০৭

স্থায়ী ঠিকানাঃ আউচপাড়া শেখ হাজারি রোড,

জন্ম তারিখ ঃ ০৩/০২/২০০৪ইং

সবা ০৫,ডাকঘরঃ নিশাত নগর, থানা-টঙ্গী পশ্চিম,

জেলা-গাজীপুর।

(২) সামিয়া ইসলাম ফারজানা (২১)

(সাবেক হেড অব একাউন্ট **"Shakar international scholarship programmes-SISP")**

পিতা-মোঃ ইদ্রিস আলী রানা

মাতা-মোছাঃ শিল্পি বেগম

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ১৮৭১৫৭৫৮৯১

সাং-মোহাম্মদপুর, বাড়ী নং-২/১৯/৪৮ (৪র্থ তলা ৩-এ), রোড আদাবর নং-১০,

ডাকঘর-মোহাম্মদপুর হাউজিং-১২০৭, থানা- আদাবর, জেলা-ঢাকা।

---------------------আসামীগণ।

স্বাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা ঃ

১। ২নং বাদী নিজে।

২। মোরাদ শাকার
পিতা-ইব্রহীম শাকার
মাতা-তৌবা হাবিবি
জাতীয়তা-ইরানি বর্তমানে (ইউএসএ নাগরীক)
বর্তমান সাং-২৯০৭ লোমিস সড়ক হোনলুলু এইচ আই ৯৬৮২২,
ইউএসএ।

৩। রাব্বি মোল্লা
পিতা-মোঃ কামাল হোসেন
মাতা-বিউটি বেগম
সাং-হোল্ডিং নং-১৯৮, গ্রামঃ সরসপুর, মুনিজিলা, ডাকঘর-চাউলটুরি-৯৩৮০,
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

৩। শেখ সাফিয়া মাহি
পিতা-শেখ মাহমুদ হাসান
মাতা-শেখ হুমায়রা মাহমুদ
সাং-বাসা/হোল্ডিং-০২, রাস্ত-০৮, লাইন-০২, ব্লক-এ, সেনপাড়া পর্বতা, ডাকঘর-
মিরপুর-১২১৬, পল্লবী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

৩। অথরাইজড অফিসার
অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি,
উত্তরা মডেল টাউন ব্রাঞ্চ, থানা-উত্তরা, জেলা-ঢাকা।
প্রয়োজনে আরও স্বাক্ষী দেওয়া হইবে।

<u>প্রথম ঘটনা স্থলঃ</u>

অনলাইন জুম আইডির মাধ্যমে ৬৯, গুলফেশা প্লাজা,

(১৩ তলা), মগবাজার, থানা-রমনা,

বাংলাদেশ/ইউএসএঃ

ইউএসএ **১২** এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে অনুমান

ইউএসএ অনুমান রাত ০৮.৩৫ মিঃ বাংলাদেশ **১৩**

এপ্রিল ২০২৫ইং, সময় অনুমান সকাল **১**০.৩৫মিঃ

<u>২য় ঘটনাঃ</u>

ঘটনার স্থলঃ বর্তমান অফিস ৬৯, গুলফেশা প্লাজা,

(১৩ তলা) মগবাজার, থানা-রমনা, জেলা-ঢাকা।

সর্বশেষ ঘটনা ঃ বুধবার, ২১/০৫/২০২৪ইং

ঘটনার সময়ঃ অনুমান সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।

লিগ্যাল নোটিশ প্রেরনঃ ১৪/০৫/২০২৫ইং

ফেরৎ নোটিশ প্রাপ্তিঃ

বাদী পক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে,

১। অত্র মামলার বাদী সহজ, সরল ও আইন মান্যকারী, অন্যের উপকারী, দানশীল এবং ইউএসএ নাগরিক ব্যক্তি বটে। অপরপক্ষে আসামীগণ পরধন লোভী, প্রতারক ও ঠক, পরসম্পদ আত্বসাৎকারী ও আইন অমান্যকারী প্রকৃতির লোক হইতেছেন বটে।

২। যেহেতু অত্র মামলার ১নং বাদী একজন একজন ইউএসএ প্রবাসী তিনি ইউএসএ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত ট্যুর এন্ড ট্রাবেল সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, নিজের সঞ্চয় থেকে, মি. শাকার **"Shakar international scholarship programmes-SISP"**এই অলাভজনক সংস্থা পরিচালনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করেন এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এই সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন বটে।

৩। যেহেতু অত্র মামলার ১নং বাদী অত্র অনুদানের ধারাবাহিকতায়, ১নং আসামী অত্র প্রকল্পের (টিম লিডার) ও ২নং আসামী (অত্র প্রকল্পের হেড অব একাউন্ট) তাহাদের অনুদান বাজেট অনুযায়ী অত্র মামলার ১নং বাদী প্রকল্প ব্যায় বা ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদানের টাকা ওয়েস্টার্ণ মানি ইউনিয়নের মাধ্যমে বিদেশ থেকে ০৩/১২/২০২৫ইং তারিখে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, উত্তরা মডেল টাউন ব্রাঞ্জ, থানা-উত্তরা, জেলা-ঢাকা শাখায় প্রদান করেন যা বাংলা টাকায়, ৫৯৯৯০৬ + ৫৯৭৪৩৮=১১৯৭৩৪৪ (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত চোয়াল্লিশ) টাকা ১নং আসামী বরাবরে সেন্ড করেন তিনি ১নং বাদীর ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না করে টাকা প্রাপ্তির পর ১নং ও ২নং আসামীগণের ব্যাক্তিগত ব্যবসায়িক যৌথ ব্যাংক একাউন্টে বিগত-১২/০৩/২০২৫ইং তারিখে ডিবিবিএল উত্তরা শাখা একাউন্ট নাম ইউনাইটেড ওয়েব অ্যান্ড টেকনোলজি ব্যাংক হিসাব নং-১৪৮১১০০১৬৭৮৮৬ ডিপোজিট স্লিপের মাধ্যমে ৫৯৭৪৫০/-(পাঁচ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চার শত পঞ্চাশ) টাকা জমা করেন এবং বিগত ১৩/০৩/২০২৫ইং তারিখে একই একাউন্টে ডিপোজিট স্লিপের মাধ্যমে ৫৯৯৯১০/-(পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার দশ) টাকা মোট; চলমান পাতা-০৬

৫৯৭৪৫০+৫৯৯৯১০=১১৯৭৩৬০/- (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত ষাট) টাকা জমা করেন। ইতপূর্বে ইউএসএ থেকে ১নং বাদী ৫০০০ ইউএস ডলার প্রেরণ করিলে সেই টাকা ১নং আসামী ব্যাক্তিগত একাউন্টে জমা করেন। অত্র মামলার ১নং বাদী ইউএসএ থেকে সর্বমোট ১৮০০০০০/-(আঠারো লক্ষ) টাকা যা ১৫০০০ ইউএস ডলার প্রদান করিলে ১নং ও ২নং আসামীগণ, আত্নসাতের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেগ টাকাগুলো রিসিভ করে তাহাদের প্রতিষ্ঠানের একাউন্ট জমা করে পরে সাকুল্য টাকা উত্তোলন পূর্বক সু-পরিকল্পিত ভাবে আত্নসাৎ করার লক্ষে ১নং ও ২নং আসামী নিজেরা ভাগাভাগি করে নেন বটে এবং এরই সাথে অফিস পরিচালনার জন্য ২টি ল্যাপটপ ১টি আই ফোন ১টি স্মার্ট ফোন ও আইপিএস সহ অন্যান্য জিনিসপত্রাদী অনুমান মূল্য ৫০০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার উপরের সম্পদ চুরি করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেন।

৪। যেহেতু অত্র মামলার ১নং ও ২নং বাদী উপরোক্ত আসামীদ্বয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে ১নং বাদী ১নং, ২নং, ৩নং ৪নং সাক্ষীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং উপস্থিতিতে বিগত ইউএসএ ১২ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে অনুমান ইউএসএ অনুমান রাত ০৮.৩৫ মিঃ বাংলাদেশ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ইং, সময় অনুমান সকাল ১০.৩৫মিঃ অনলাইন জুম আইডির মাধ্যমে বর্তমান অফিস, ৬৯, গুলফেশা প্লাজা, মগবাজার, থানা-রমনা, বাংলাদেশ অত্র প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার অফিসে ২নং বাদী ও অন্যান্য সাক্ষীর উপস্থিতে ১নং ও ২নং আসামীগণদের অনলাইনে জুম আইডির মাধ্যে সংযুক্ত করিলে তাহারা অংশগ্রহণ করেন এবং অত্র মামলার ১নং বাদী মি. শাকার

চলমান পাতা-০৭

(ইউএসএ) নিজে সংযুক্ত হয়ে প্রজেক্ট ব্যায় ইমপ্লিমেনটেশনের জন্য বা ছাত্র/ছাত্রীদের ১৮০০০০০/-(আঠারো লক্ষ) টাকা বা ১৫০০০ ইউএস ডলার প্রদান টাকা সাথে অফিসিয়াল জিনিসপত্র চুরি বাবদ ৫০০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা সর্বমোট ২৩০০০০০/-(তেইশ লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে ১নং ও ২নং আসামীগণদের বললে তাহারা উক্ত টাকা তালবাহানামূলক ভাবে ফেরৎ প্রদান করিবেননা মর্মে সাফ জানিয়েদেন, উক্ত জুম কথপোকথনটি সাক্ষ্য হিসেবে ভিডিও ধারণ বা সংরক্ষণ করা রয়েছে বটে।

৫। যেহেতু আসামীগণ টাকা ফেরত প্রদানে সম্পূর্ণ অস্বিকৃতি জানান, সেই কারণাধীনে আসামীগণের বিরুদ্ধে বিগত ১৪/০৫/২০২৫ইং তারিখে আইনজীবীর মাধ্যমে, স্কলারশিপ প্রকল্পের ১৫০০০ইউএস ডলার বা বাংলাদেশী টাকায় ১৮,০০,০০০/-(আঠার লক্ষ) টাকা আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরৎ, ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার অফিস সরঞ্জাম চুরির জিনিসপত্র বা মূল্যানুপাতিক অর্থ প্রদান, বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানের সুনামহানির ক্ষতিপূরণ সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত আইনি নোটিশ প্রদান করা হয় আসামীগণ উক্ত নোটিশ পেয়ে আইনজীবীর কার্যালয়ে দেখা করেন টাকা প্রদানের এক আপোষ-মিমাংসার কথা বলে চলে যান, আসামীগণকে পরবর্তীতে বিগত বুধবার, ২১/০৫/২০২৪ইং তারিখে অনুমান সকাল ১১.০০ মি. মগবাজার অফিস কার্যালয় থেকে অত্র মামলার ২নং বাদী বর্তমানে টিম লিডার, "Shakar international scholarship programmes-SISP") ১নং ও২নং আসামীগণদের উক্ত টাকার আপোষ-মিমাংসার কথা

চলমান পাতা-০৮

বললে আসামীগণ কোন ধরণের আপোষ মিমাংসায় অংশ গ্রহণ করিবেন না মর্মে সাফ জানিয়েদেন এবং আসামীগণ এয়ো বলেন যে, তোমরা আমার পরিচিত বন্ধু আমাদেরকে সহযোগীতা করো বিদেশী নাগরিককে ভুলে যাও তা না হলে তোমরা সবাই ক্ষতির সম্মুখিন হইবে এবং আসামীগণ লিগ্যাল নোটিশ সম্পর্কে অবগত সত্বেও বাদীর টাকা পরিশোধ করেন নাই।

৬। যেহেতু বাদীপক্ষগণ চ্যারেটি ফান্ডের টাকা আদায়ের বিষয়ে ব্যপক তৎপরতা বিধায় বাদীপক্ষদের ভয়ভিতি প্রদর্শনের জন্য আসামীগণ বিগত ১৯.০৫.২০২৫ ইং তারিখে সোমবার রাত অনুমান ১১.৪৫মি. অত্র প্রতিষ্ঠানের সোসাল মিডিয়ায় ব্যবহৃত ফেইজবুক এবং পাবলিক পেইজ ২নং ও ১নং আসামীগণ হ্যাকিং করে তথ্য পরিবর্তন করে পেইজ ডিলিট করে যাহার ঘটনাস্থল দক্ষিণখান থানাধীন হওয়ায় সেখানে বিগত ২৪/০৫/২০২৫ইং তারিখে আসামীগণের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় যা অদন্তধীন রয়েছে।

৭। যেহেতু বাদী সরল বিশ্বাস করে আসামীদেরকে সময় প্রদান করেন। কিন্তু সুচতুর আসামীগণ বাদীকে উক্ত আত্নসাৎকৃত টাকা এবং চুরিকৃত মালামাল পরিশোধ বা ফেরৎ প্রদান করেননাই বা পরিশোধ করার কোন চেষ্টাও করেন নাই। ১নং ও ২নং আসামীগণ হ্যাকিং সফটওয়ার তৈরি করে বহু মানুষের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত এবং অত্র মামলার বাদীর প্রকল্পের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে বিভিন্ন লোক জন দিয়া টাকা না চাওয়ার বিষয়ে হুমকি দিতেছেন বটে।

৮। অতঃপর বাদী নিজে এবং আইনজীবীর মাধ্যমে উক্ত টাকা ফেরৎ প্রদানের জন্য আসামীগণদেরকে অনুরোধ করার পরও বাদীর পাওনা টাকা পরিশোধ করে করছেন না। টাকা চাহিলে আসামীগণ দেই দিচ্ছি বলে কাল ক্ষেপন করিতে থাকেন।

চলমান পাতা-০৯

৯। অতঃপর অত্র মামলার বাদী সাক্ষী সহ প্রথমে, বিগত ইউএসএ ১২ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে অনুমান ইউএসএ অনুমান রাত ০৮.৩৫ মিঃ বাংলাদেশ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ইং, সময় অনুমান সকাল ১০.৩৫মিঃ অনলাইন জুম আইডির মাধ্যমে বর্তমান অফিস, ৬৯, গুলফেশা প্লাজা, মগবাজার, থানা-রমনা, বাংলাদেশ অত্র প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার অফিসে ২নং বাদী ও অন্যান্য সাক্ষীর উপস্থিতে ১নং ও ২নং আসামীগণদের অনলাইন জুম আইডির মাধ্যে সংযুক্ত করিলে তাহারা অংশগ্রহণ করেন এবং অত্র মামলার ১নং বাদী মি. শাকার (ইউএসএ) নিজে সংযুক্ত হয়ে প্রজেক্ট ব্যায় ইমপ্লিমেনটেশনের জন্য বা ছাত্র/ছাত্রীদের ১৮০০০০০/-(আঠারো লক্ষ) টাকা বা ১৫০০০ ইউএস ডলার প্রদান টাকা সাথে চুরিকৃত অফিসিয়াল জিনিসপত্র বাবদ ৫০০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা সর্বমোট ২৩০০০০০/-(তেইশ লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে ১নং ও ২নং আসামীগ দের বললে তাহারা উক্ত টাকা প্রদান বা ফেরৎ প্রদান করিবেননা মর্মে সাফ জানান এবং সর্বশেষ বিগত ২১/০৫/২০২৪ইং তারিখে বুধবার অনুমান সময় সকাল ১১.০০ মি. মগবাজার বর্তমান অফিস কার্যালয় থেকে অত্র মামলার ২নং বাদী বর্তমানে টিম লিডার, "Shakar international scholarship programmes-SISP") ১নং ও২নং আসামীগণদের উক্ত টাকার আপোষ-মিমাংশার কথা বললে আসামীগণ কোন ধরণের টাকা ফেরৎ দিবেন না এবং আপোষ মিমাংশায় অংশ গ্রহণ করিবেন না মর্মে সাফ জানিয়েদেন।

১০। **যেহেতু বাদী উক্ত বিষয় লইয়া ঘটনা স্থল অধিনস্থ রমনা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ জানান, যেহেতু এটা একটা অর্থ লেনদেন ও আদায় সংক্রান্ত বিষয় তাই বাদীকে আদালতের মাধ্যমে সুরাহা করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং কোন ধরণের অভিযোগ গ্রহণ বা জিডি করেন নাই।**

চলমান পাতা-১০

১১। অতঃপর আসামীগণ বাদীর নিকট হইতে আত্বসাৎ ও চুরিকৃত সর্বমোট ২৩,০০,০০০/-(তেইশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ না করিয়া এবং বিগত ১৪/০৫/২০২৫ইং তারিখের আসামীর প্রতি লিগ্যাল নোটিশ অমান্যা বা অস্বীকার করিয়া এবং ঘটনা স্থলে সর্বশেষ ২১/০৫/২০২৫ইং তারিখে অত্র মামলায় দাবীকৃত বাদীর ২৩,০০,০০০/-(তেইশ লক্ষ) টাকা দিতে অস্বীকার করিয়া, বাদীকে হুমকি দিয়া, প্রতারণার মাধ্যমে টাকা আত্বসাৎ এ অংশগ্রহণ করিয়া আসামীগণ বাদীর সাথে প্রতারনা, বিশ্বাস ভঙ্গ ও চুরি করিয়া, বাদীর পাওনা টাকা ফেরত প্রদান না করিয়া, জীবন নাশের হুমকি প্রদান করিয়া বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪২০, ৪০৬, ৪০৯, ৩৭৯, ৫০৬(২), ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে যাহা হুজুর আদালতে এখতিয়ারধীন এলাকায় সংগঠিত হইয়াছে। হুজুর আদালতের আমলযোগ্য বিধায় অত্র আদালতে মামলা রুজু করা হইল।

অতএব, হুজুর সমীপে বিনীত নিবেদন এই যে, বর্ণিত কারণ ও অবস্থাধীনে অত্র মামলাটি দঃবিঃ ৪২০/৪০৬/৫০৬(২)/১০৯ ধারার অপরাধ আমলে নিয়া আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারা মোতাবেক গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যূ করতঃ জেল হাজতে আটক রাখিয়া বর্ণিত ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে পাওনা টাকা আদায় সহ আসামীগণদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়া সুবিচার করিতে মর্জি হয়।

হুজুর আদালতের মহানুভবতার জন্য বাদি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।